দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্থপাদ

প্রথমাধিকরণ

শ্রুতিতে উক্ত আছে যে এই জগতে পূর্ব্বে কিছু মাত্র ছিল না, তবে তৎকালে কি ছিল? এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত এই যে তৎ কালে কেবল ইন্দ্রিয় সকল ছিল, এই বাক্যে সৃষ্টির পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়ের সদ্ভাব ব্যক্ত থাকাতে তাহারদিগকে অনাদি বলা যায়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি স্বীকার না করিলে এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব বস্তু জ্ঞান-সম্পন্ন হয় না এবং ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি ও ভূত কার্য্যত্ব শ্রুতিতে স্পষ্ট আছে, অতএব ইন্দ্রিয় সকল আত্মা হইতে উৎপন্ন ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়াধিকরণ.

সামান্য রূপে ও বিশেষ রূপে কোন কোন শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়ের সপ্ত সংখ্যা উক্ত থাকাতে কেহ কেহ ইন্দ্রিয়ের

সপ্ত সংখ্যাই স্বীকার করিয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে অন্য নানা শ্রুতিতে হস্তপাদাদির ইন্দ্রিয়ত্ব উক্ত থাকাতে এবং ইন্দ্রিয়ের একাদশ বিষয়ের উপলব্ধি হওয়াতে তাহার সাধন ইন্দ্রিয়কে একাদশ বলিয়া বেদান্তে স্বীকৃত হইয়াছে ।।২ ।।

তৃতীয়াধিকরণ

সাংখ্যেরা স্বীকার করে যে ইন্দ্রিয় সকল সর্ব্বব্যাপী, কেবল জীবদিগের কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্তে শরীর মধ্যে পরিচ্ছিন্ন হইয়া বৃত্তি লাভ করে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে সর্ব্বগত জীবের ইন্দ্রিয় উপাধি স্বীকার করিয়া উৎক্রান্তি ও গমনাগমনাদি নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে যদি সেই উপাধিও সর্ব্বগত হয় তবে উৎক্রান্ত্যাদি আর কোন প্রকারে সম্ভব হয় না, অতএব ইন্দ্রিয় সকল সর্ব্বগত নহে, পরিচ্ছিন্ন ।। ৩ ।।

চতুর্থাধিকরণ

নাশাগ্রবর্ত্তি নিঃশ্বাসকারী প্রাণবায়ুকে অনাদি বলা যায়, যেহেতু শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রাণের ব্যাপার উক্ত আছে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে শ্রুতিতে যে ব্যাপার উক্ত হইয়াছে তাহা প্রাণের ব্যাপার নহে, কেন না বরং তাহাতে প্রাণের ব্যাপার নিষেধ আছে, কিন্তু সৃষ্টির প্রাগবস্থা প্রতিপাদক সমস্ত শ্রুতিতে ঐক্য করিলে সে

ব্যাপারে পরব্রহ্মের সত্তাই প্রতিপাদিত হয়, আর অপরাপর শ্রুতিতে প্রাণের জন্মও উক্ত আছে, অতএব ইন্দ্রিয়ের ন্যায় প্রাণ উৎপন্ন হয় ॥ ৪ ॥

পঞ্চমাধিকরণ

বাহ্য বায়ু সকল নাশিকা ছিদ্রে প্রবেশ করত প্রাণ নামে ব্যক্ত হয়, নতুবা প্রাণ নামে যে কোন পৃথক্ পদার্থ আছে এমত নহে, যেহেতু শ্রুতিতে বায়ু ও প্রাণ উভয় এক পদার্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, অথবা শরীর চালন রূপ সমুদায় ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার সমষ্টির নাম প্রাণ, যাহা সাংখ্যেরা স্বীকার করে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে শ্রুত্যান্তরে বায়ু ও প্রাণ উভয়কে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া নির্ণয় করাতে প্রাণকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া স্বীকার করা যায়, অতএব সাংখ্যোক্ত মত গ্রাহ্য হইতে পারে না যেহেতু নানা ইন্দ্রিয়ের নানা প্রকার ব্যাপারকে একরূপ করা যুক্তি সিদ্ধ হয় না ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠাধিকরণ

অতি ক্ষুদ্র জন্তু পুত্তিকা অবধি সর্ব্বাত্মক হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত সর্ব্ব দেহে সমভাবে প্রাণের অবস্থিতি শ্রুতিতে উক্ত হওয়াতে প্রাণকে সর্ব্ব ব্যাপী বলা যায়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে আধিদৈবিক সমষ্টি প্রাণ হিরণ্যগর্ভ সর্ব্বব্যাপী বটে, তাঁহাকেই উপাসনার নিমিত্তে পুত্তিকা

অবধি হিরণ্যগর্ভ্ভ পর্য্যন্ত ব্যাপী বলিয়াছেন কিন্তু আধ্যাত্মিক প্রাণ ব্যাপী নহে, তাহাকে অদৃশ্য ও পরিচ্ছিন্ন বলা যায় ॥ ৬ ॥

সপ্তমাধিকরণ

বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়ে স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়, তাহারা কোন দেবতার পরতন্ত্র নহে, দেবতা পরতন্ত্র হইলে দেবতাদিগেরই সমুদায় বিষয় ভোগ হয় জীবের হইতে পারে না, ইহা পূর্ব্বপ্রক্ষ। ইহার উত্তর এই যে যেহেতু শ্রুতিতে দেবতাধীনত্ব ইন্দ্রিয়দিগের ব্যক্ত আছে তাহাতে বিষয় ভোগ কেবল দেবতাদিগের হইতে পারে না দেবতা কর্ত্তৃক প্রেরিত ইন্দ্রিয় বৃত্তি দ্বারা বিষয় ভোগ জীবেরও হইয়া থাকে তাহাতে সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ দেবতা বিশেষের অধীন ॥৭॥

অষ্টমাধিকরণ

বাগাদি ইন্দ্রিয়গণকে প্রাণের বৃত্তি বিশেষ বলা যায় যেহেতু শ্রুতিতে এবং লোক ব্যবহারেতে প্রাণ বৃত্তি শব্দে ইন্দ্রিয়গণ ব্যবহৃত হইয়াছে অতএব ইন্দ্রিয়গণ প্রাণ হইতে পৃথক্ নহে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে অনেকানেক শ্রুতিতে প্রাণ বৃত্তি ও ইন্দ্রিয় বৃত্তির পৃথক্ পৃথক্ নির্দেশ থাকাতে ঐক্য প্রতিপাদক শ্রুতিকে গৌণ বলিতে হয় এবং বহু স্থলে পৃথক্ ব্যবহারও দৃষ্ট হয় অত-

এব বৈলক্ষণ্য হেতু প্রাণ হইতে যে ইন্দ্রিয় পৃথক্ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৮ ॥

নবমাধিকরণ

পৃথিব্যাদি ভূত সমুদায়ের স্রষ্টা ঈশ্বর, কিন্তু ভৌতিক দৃশ্যমান পর্ব্বত বৃক্ষাদির স্রষ্টা জীবকে বলা যায় যেহেতু কোন কোন শ্রুতিতে ভৌতিক সৃষ্টি বিষয়ে জীবের অন্বয় দৃষ্ট হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে ঈশ্বর জীবরূপে দেহে প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া প্রবেশেতে জীবের অন্বয়, নতুবা ভৌতিক সৃষ্টিতে জীবের অন্বয় নহে, কেন না গিরি নদী সমুদ্রাদি নির্ম্মাণে জীবের সামর্থ্য নাই, অতএব ঈশ্বরই জগৎ নির্ম্মাণের কর্ত্তা ॥ ৯ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্থপাদ।

দ্বিতীয়াধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথম পাদ

প্রথমাধিকরণ

পূর্ব্ব পূর্ব্ব পাদে, জীবের লোকান্তর গমনাগমন প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাতে সেই গমনাগমন কালে জীব দেহবীজভূত সূক্ষ্ম ভূত সকলকে গ্রহণ না করিয়াই লোকান্তরে গমন করেন যেহেতু তাহা সর্ব্বত্রই সুলভ, অতএব তাহা লইয়া যাইবার আবশ্যকতা নাই, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে দেহের বীজ সূক্ষ্ম ভূত সর্ব্ব লোকে সুলভ নহে অতএব তাহা লইয়া লোকান্তরে গমন করা আবশ্যক, শ্রুতিতে তাহাই স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়াধিকরণ

স্বর্গ ভোগ করিয়া ইহ লোকে আগমন কালে জীব সকলের আর কর্ম্মাবশেষ থাকে না, যাহা কিছু কর্ম্ম থাকে স্বর্গে তাহার সমুদায় ভোগ করিয়া তদবসানে ইহ লোকে

আগমন হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে স্বর্গ উদ্দেশে অনুষ্ঠিত যে কর্ম্ম তাহার সমুদায়ের ভোগ হইলেও অন্যান্য প্রকার সঞ্চিত পুণ্য পাপ থাকিতে পারে, এবং তাহার সহিত জীব লোকান্তরে গমন করে. নতুবা সদ্যঃ প্রসূত বালকের পাপ পুণ্যের অভাব হেতু সুখ দুঃখাদি হইতে পারে না, অতএব কর্ম্মাবশেষের সহিত জীব লোকান্তরে গমন করিয়া থাকে ॥ ২ ॥

তৃতীয়াধিকরণ

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, যে যে কোন ব্যক্তি ইহ লোক হইতে অবসৃত হয়, তাহারা সকলেই চন্দ্র লোকে গমন করে, অতএব পাপিদিগেরও চন্দ্র লোকে গমন হয়, যদিও তাহারদিগের তথায় ভোগ সম্ভব হয় না বটে, তথাপি পুনর্ব্বার শরীর গ্রহণের নিমিত্তে তাহারা তথায় গমন করে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে চন্দ্র লোকে গমন কেবল ভোগের নিমিত্তেই হইয়া থাকে নতুবা তাহাতে আর কিছু মাত্র লাভ নাই, অতএব পাপিদিগের তথায় গমন হয় না, তাহারদিগের যম লোকে গমন হয়, অতএব শ্রুতিতে যে অবিশেষ উক্তি সে কেবল সুকৃতি বিষয় ॥ ৩ ॥

চতুর্থাধিকরণ

স্বর্গ হইতে অবতরণ বিষয়ে এই শ্রুতি আছে যে পূর্ব্বে যে প্রকারে গমন হইয়াছে সেই রূপেই আগমন হয়

অর্থাৎ আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে ধূম ইত্যাদি, অত এব আকাশ হইতে অবরোহী জীবের যে আকাশাদিতে গতি তাহাতে জীব আকাশাদির স্বরূপই হয়, নতুবা তৎ কালে আকাশ হইতে পৃথক্ হওয়া সম্ভব হয় না, ইহা পূর্ব্ব-পক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে জীবের আকাশাদি স্বরূপ হওয়া কোন মতেই সম্ভুত নহে, তবে আকাশ প্রাপ্তির অর্থ এই যে আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম রূপ প্রাপ্তি হয় ।। ৪ ।।

পঞ্চমাধিকরণ

স্বর্গ হইতে অবতরণ কালে স্বর্গ, বৃষ্টি, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ এই পাঁচেতে ক্রমে ক্রমে আগত হইয়া জীব জন্ম গ্রহণ করে, ইহার মধ্যে স্বর্গ ও বৃষ্টিতে জী-বের স্থিতি কালে ত্বরা বা বিলম্বের উক্তি না থাকাতে সে স্থানে তদ্বিষয়ের অনিয়ম বলা যায়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে পৃথিবী প্রাপ্তি অর্থাৎ শস্য ভাবাপত্তি বলিয়া, ইত্যাদি হইতে নির্গত হওয়া কষ্টসাধ্য রূপে শ্রুতিতে নির্দ্দেশ থাকাতে সুতরাং শস্যাদি ভাবাপত্তিতে বিলম্ব এবং স্বর্গ ও বৃষ্টিতে ত্বরা ইহা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ।। ৫ ।।

ষষ্ঠাধিকরণ

স্বর্গ হইতে জন্ম গ্রহণ কালে আকাশাদিতে সংশ্লেষ মাত্র উক্ত হইয়াছে কিন্তু শস্যাদিতে তাহা উক্ত হয় নাই,

অতএব শস্যাদিতে জীবের মুখ্য জন্ম বলিতে হইবে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে শস্যাদিতেও সংশ্লেষ মাত্র, তাহাতে মুখ্য জন্ম নহে, যে স্থলে মুখ্য জন্ম কথিত হয় সেখানে পাপ পুণ্য জনক কর্ম্মের আদেশ থাকে, এখানে তাহা নাই সুতরাং এখানে মুখ্য জন্ম নহে ॥ ৬ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথম পাদ।

তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদ

প্রথমাধিকরণ

শ্রুতিতে কথিত আছে যে স্বপ্ন কালে রথ, রথারোহণ ও পথ প্রভৃতি সৃষ্টি হয়, অতএব উক্ত রথাদি সৃষ্টি সত্যই হইতে পারে, যেহেতু স্বপ্ন দৃষ্ট ভোজনেতে তৃপ্তি হওয়াতে তাহাকে সত্য বলিয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে স্বপ্ন সৃষ্টি মিথ্যা, তাহা যথার্থ সৃষ্টি নহে, যেহেতু তাহাতে উচিত দেশ কালের সম্ভাবনা নাই, কেন না স্বপ্নের আধার অতি সূক্ষ্ম নাড়ীমধ্যে গিরি নদী সমুদ্রাদির উৎপত্তি সম্ভব নহে এবং শ্রুতিতেও তৎকালে অভাব পূর্ব্বক রথাদি সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়াধিকরণ

কোন কোন শ্রুতিতে স্বপ্ন কালে নাড়ী মধ্যে জীবের প্রবেশ, কোন শ্রুতিতে নাড়ী বিশেষের সহিত তাহার সংযোগ, আর কোন শ্রুতিতে ব্রহ্মেতে জীবের আশ্রিতত্ব

উক্ত হইয়াছে, তাহাতে এ তিন প্রকারই স্বপ্নের বিকল্পিত স্থান বলিয়া স্বীকার করা যায়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে উক্ত তিন স্থান বিকল্পিত নহে, তাহার কারণ এই যে অন্যত্র শ্রুতিতে নাড়ীকে পথ স্বরূপ, নাড়ী বিশেষকে গৃহস্বরূপ ও ব্রহ্মকে শয্যাস্বরূপে বর্ণিত আছে, অতএব স্বপ্ন স্থান একই মাত্র ॥ ২ ॥

তৃতীয়াধিকিরণ

যেমন সমুদ্র জলে অন্য জলবিন্দু প্রক্ষিপ্ত হইলে তাহাকে বিশেষ করা যায় না তদ্রূপ স্বপ্ন কালে জীব ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া জাগ্রৎকালে পুনর্ব্বার সেই যে উত্থিত হইবে এমত বিশেষ করা সম্ভব নহে, অতএব জাগ্রৎকালে অন্য যে কেহ এক জীব উত্থিত হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে ইহা অতি অন্যায্য, যেহেতু উপাধি বেষ্টিত জীব স্বপ্ন কালে নিরুপাধি ব্রহ্মেতে লীন হয় সুতরাং তাহার বিশেষ করা যাইতে পারে, জল সে রূপ নহে, অতএব যে জীবের স্বপ্ন হয় তাহারই উত্থান হয় ॥ ৩ ॥

চতুর্থাধিকরণ

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা হইতে অতিরিক্ত আর অবস্থা প্রসিদ্ধ নাই, অতএব মূর্চ্ছা যে অবস্থা তাহা পৃথক্ নহে এই তিনের মধ্যে অন্তর্ভূত, ইহা পূর্ব্বপক্ষঃ। ইহার উত্তর এই যে মূর্চ্ছাকে অবস্থান্তর বলিয়া

স্বীকার করা যায়, যেহেতু অন্যান্য অবস্থা হইতে মূর্চ্ছার বিশেষ লক্ষণ জন্য তাহাতে ইহার অন্তর্ভাব হইতে পারে না ॥ ৪ ॥

পঞ্চমাধিকরণ

কোন কোন শ্রুতিতে ব্রহ্মের রূপ বর্ণিত আছে, আর কোন শ্রুতিতে তাঁহার অরূপ বলিয়া বর্ণন আছে অতএব ব্রহ্ম উভয় রূপ, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে শ্রুতি যুক্তি ও অনুভবেতে নীরূপ ব্রহ্মই স্বতঃ সিদ্ধ প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাৎপর্য্যের অভাব হেতু তাঁহার রূপবত্ত্ব প্রামাণ্য নহে, অতএব বস্তুত ব্রহ্ম নীরূপ ॥৫॥

ষষ্ঠাধিকরণ

কোন কোন শ্রুতিতে অত্যন্ত প্রয়াসে ব্রহ্মের মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত উভয় রূপ বর্ণনা করিয়া শেষে নেতি নেতি বলিয়া নিষেধ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় ব্রহ্ম পর্য্যন্ত নিষেধ হইয়াছে, নতুবা দুইবার নিষেধের প্রয়োজন কি, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে দুইবার নিষেধে সমুদায় দৃশ্য পদার্থ প্রতিষেধ করিয়া এই বলা হইয়াছে যে ইহা ব্রহ্ম নহে, নতুবা ব্রহ্ম উপদেশ করিবার জন্য এত প্রয়াস করিয়া তাঁহাকে নিষেধ করিবার তাৎপর্য্য কি, অতএব ব্রহ্ম নিষিদ্ধ নহেন, নিষেধাতীত সত্য বস্তু ॥ ৬ ॥

সপ্তমাধিকরণ

যদিও পূর্ব্বোক্ত অধিকরণেতে নেতি নেতি রূপে দৃশ্য পদার্থের নিষেধ করা হইয়াছে, তথাপি ব্রহ্ম হইতে দ্বিতীয় কোন নিত্য বস্তু স্বীকার করিতে হয় যেহেতু ব্রহ্মকে সেতু বলিয়া বর্ণনা আছে, তাহাতে সেতু উত্তীর্ণ হইয়া অন্য বস্তু প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক, এই প্রকার ব্রহ্মের পরিমাণ প্রভৃতি বর্ণনেতেও অন্য বস্তুর সত্তা বোধ হয় অতএব ব্রহ্ম সদ্বিতীয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষঃ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে ব্রহ্মের সেতুত্ব বা পরিমাণ বর্ণনা মুখ্য নহে, সে কেবল উপাসনার নিমিত্তে হইয়াছে, অতএব অদ্বিতীয়ত্বই যথার্থ ॥ ৭ ॥

অষ্টমাধিকরণ

কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠানের পরেই নষ্ট হয় বটে কিন্তু কালান্তরে তাহার ফল প্রাপ্তি হয়, সেই ফল প্রাপ্তির কারণ অদৃষ্ট স্বীকার করিলেই চরিতার্থ হয়, সুতরাং ঈশ্বরের কর্ম্মফল দাতৃত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে কর্ম্ম বা অদৃষ্ট ইহারা অচেতন, সুতরাং প্রতি নিয়ত ফল প্রদান করিতে ইহারদিগের সামর্থ্য নাই, অতএব ঈশ্বরকেই ফল দাতা বলিয়া স্বীকার করিতে হয় এবং শ্রুতি সকলেতে তাহাই বর্ণিত আছে ॥ ৮ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদ।

তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়পাদ

প্রথমাধিকরণ

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উভয় উপনিষদেই পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু উভয়ত্র উক্ত উপাসনাকে এক বলা যাইতে পারে না, উভয়ত্র নাম ও ধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ উক্ত হইয়াছে, সুতরাং শাখা ভেদে এউভয় উপাসনাকে পৃথক্ বলিতে হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে এস্থলে শাখার ভেদ থাকিলেও বিধি, অনুষ্ঠান ও ফল ইত্যাদির অভেদ হেতু একই উপাসনা এবং নাম ও ধর্ম্মের যে, ভেদ উক্ত হইয়াছে তাহা যথার্থ নহে, সুতরাং এউভয় একই উপাসনা। ১।

—

দ্বিতীয়াধিকরণ

বাজসনেয়ক উপনিষদে প্রাণ বিদ্যাতে যে অধিক গুণ উক্ত হইয়াছে তাহা ছান্দোগ্যের প্রাণ বিদ্যাতে উপসংহার করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু ছান্দোগ্যে তাহা

উক্ত হয় নাই, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে ছান্দোগ্যে অধিক গুণ উক্ত না হইলেও শাখান্তরে অর্থাৎ বাজসনেয়ক উপনিষদে শ্রুত প্রযুক্ত তাহার উপসংহার করা কর্ত্তব্য, যেহেতু অগ্নিহোত্রাদি অনুষ্ঠানেতে তদ্রূপ প্রত্যক্ষ হইতেছে, অতএব সর্ব্বত্র গুণোপসংহার করাই যুক্তি সিদ্ধ। ২।

তৃতীয়াধিকরণ

ছান্দোগ্য ও কাণ্ব শাখাতে যে উদ্গীথ বিদ্যা উক্ত হইয়াছে, সে একই বিদ্যামাত্র, যেহেতু উভয়ত্রই নামের ঐক্য আছে এবং ক্রিয়াও উভয়ত্র তুল্য, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে, উভয় শাখায় উক্ত উদ্গীথ বিদ্যা ভিন্ন হয়, যেহেতু প্রতিপাদ্যের স্বরূপ উভয়ত্র ভিন্ন প্রকার, তবে যে নাম এবং ক্রিয়া উভয়ত্র সমান আছে, তাহা কেবল অর্থবাদ মাত্র, অতএব উভয়ত্র উদ্গীথ বিদ্যা ভিন্ন হয়। ৩।

চতুর্থাধিকরণ

পূর্ব্বাধিকরণোক্ত উদ্গীথ বিদ্যাতে অক্ষর ও উদ্গীথ এই উভয়ের যে সামানাধিকরণ্য উক্ত হইয়াছে, তাহাতে সামানাধিকরণ্য, বাধ, ঐক্য এবং বিশেষ্যতা এই চারি প্রকার হেতু থাকাতে চারি প্রকার সন্দেহ হয়, তাহাতে ব্রহ্ম দৃষ্টির হেতু কি, তাহা নির্দ্ধারিত হয় না, যে-

হেতু তাহার কোন নিয়ামক নাই, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে উক্ত চারি প্রকারই তাহাতে সম্ভব হয়, সুতরাং চারি প্রকারই ব্রহ্ম দৃষ্টির হেতু হইল, অতএব পৃথক্ ফল কল্পনীয় নহে, সুতরাং অক্ষরই উদ্গীথ ইহা সিদ্ধ হইল। ৪।

পঞ্চমাধিকরণ

ছান্দোগ্য ও কাণ্ব শাখাতে যে প্রাণ বিদ্যা আছে, তাহাতে কতকগুলি অতিরিক্ত গুণ উক্ত হইয়াছে, কিন্তু ঐতরেয়ক ও কৌশীতকিতে তাহা উক্ত হয় নাই, তাহাতে এবংশব্দ দ্বারা অন্যান্য শাখার গুণ সকল পরামৃষ্ট হইয়াছে, অতএব অনুক্ত গুণ উপসংহার করা বিধেয় নহে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে, উক্ত গুণের ন্যায় অনুক্ত গুণ সকলও এবংশব্দ দ্বারা গৃহীত হয়, যেহেতু গুণি প্রাণ দ্বারা গুণ সকল বুদ্ধিস্থ হইতে পারে, অতএব অনুক্ত গুণ সকলের উপসংহার কর্ত্তব্য। ৫।

ষষ্ঠাধিকরণ

তৈত্তিরীয় উপনিষদে পরব্রহ্ম বিদ্যাতে যে আনন্দ ও সত্যত্বাদি পরব্রহ্মের গুণ-সকল উক্ত হইয়াছে, তাহা ঐতরেয়কের উক্ত বিদ্যাতে উপসংহার কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু তাহার ব্যবস্থা সম্ভব হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে প্রতিপত্তি বিধায়ক আনন্দাদি গুণের ব্যবস্থা যুক্ত

হয় না, সুতরাং তাহাদিগের উপসংহার করা কর্ত্তব্য।৬।

সপ্তমাধিকরণ

কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয় হইতে বিষয় শ্রেষ্ঠ, বিষয় হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে প্রকৃতি, প্রকৃতি হইতে অব্যক্ত এবং তাহা হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পুরুষ হইতে আর শ্রেষ্ঠ নাই, এস্থলে যেমন পুরুষ প্রতিপাদ্য তদ্রূপ ইন্দ্রিয়ও প্রতিপাদ্য হয়, নতুবা বাক্য ভেদ স্বীকার করিতে হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে, পুরুষজ্ঞানের সংসার কারণ অজ্ঞান নিবর্ত্তকত্ব হেতু পুরুষই প্রতিপাদ্য, অতএব ইন্দ্রিয় প্রতিপাদ্য নহে। ৭।

অষ্টমাধিকরণ

এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র আত্মাই ছিলেন, এস্থলে আত্মা শব্দের বাচ্য বিরাট্, যেহেতু এখানে লোকমাত্রের সৃষ্টি উক্ত হইয়াছে, তাহা শরীরী বিরাটেরই সম্ভব হয়, অশরীর ঈশ্বরের সম্ভূত নহে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে, এক মাত্রই ছিলেন, ইহা বলাতে অবধারণ হেতু ঈশ্বরই আত্মশব্দার্থ এবং উপসংহারে ঈশ্বরই উক্ত হইয়াছেন, অতএব ঈশ্বরই আত্মশব্দের বাচ্য। ৮।

অষ্টমাধিকরণের দ্বিতীয় বর্ণক

বৃহদারণ্যকে আত্মা উক্ত হইয়াছে এবং ছান্দোগ্যে সৎবস্তু কথিত হইয়াছে, অতএব উভয় স্থলে বস্তুভেদ স্বীকার করা যায়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, এস্থলে সৎশব্দ সাধারণ বাচী নহে,আত্ম বাচী, অতএব উভয়ত্র একই বস্তু প্রতিপাদিত হইয়াছে। ৮।

নবমাধিকরণ

প্রাণ বিদ্যার বাক্য শেষে ভোজনের আদ্যন্তে আচমন ও প্রাণের অনগ্নতা উক্ত হইয়াছে, অতএব সেই উভয়ই প্রতিপাদ্য, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে অনগ্নতা চিন্তাই বিধেয়, ভোজনের আদ্যন্তে আচমনীয় জলেতে বস্ত্র জ্ঞান করিয়া তাহার দ্বারা প্রাণের অনগ্নত্ব চিন্তা করিবেক, অতএব এস্থলে প্রাণোপাসক দিগের প্রতি প্রাণের অনগ্নতা বুদ্ধিই বিধেয়। ৯।

দশমাধিকরণ

অগ্নিরহস্য ব্রাহ্মণে এবং বৃহদারণ্যকে যে শাণ্ডিল্য বিদ্যা উক্ত হইয়াছে, তাহা উভয়ত্র উভয় বিদ্যা বলিতে হইবে, নতুবা পুনরুক্তি হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে বেদ্য স্বরূপের প্রত্যভিজ্ঞা হেতু উভয়ত্র একই বিদ্যা যেহেতু এক স্থানে বিদ্যা বিধান করিয়া অন্যত্র তাহারই অনুবাদ হইয়াছে। ১০।

একাদশাধিকরণ

বৃহদারণ্যকের সত্য বিদ্যাতে আদিত্য পুরুষের নাম অহ এবং অক্ষি পুরুষের নাম অহং উপদিষ্ট হইয়াছে, বিদ্যার ঐক্য হেতু দুই পুরুষের নাম দ্বয়কে পৃথক্ বলা যায় না, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে আদিত্য পুরুষের বর্ণনা করিয়া তাহারই নাম বিশেষ উপদিষ্ট হইয়াছে এবং অক্ষি পুরুষের বর্ণনা করিয়া তাঁহারই নাম বিশেষ বর্ণিত হইয়াছে, অতএব বেদ্য বস্তুর একত্ব হইলেও স্থান বিশেষে উভয় পুরুষের নাম পৃথক্ হয়। ১১।

দ্বাদশাধিকরণ

রাণায়নীয় শাখাতে উক্ত হইয়াছে যে, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল শরীরে যে বীর্য্য আছে, সে সমুদায়ই পরব্রহ্মের শক্তিমাত্র এবং শাণ্ডিল্যাদি বিদ্যাতে সেই ব্রহ্মই উপাস্যরূপে উক্ত হইয়াছে, অতএব শাণ্ডিল্যাদি বিদ্যাতে তাহা উপসংহার করা কর্ত্তব্য, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে শাণ্ডিল্যাদি বিদ্যাতে সে সকল গুণ না থাকাতে তাহা উপসংহর্ত্তব্য নহে, যেহেতু উভয়ত্র বিদ্যার ঐক্য নাই। ১২।

ত্রয়োদশাধিকরণ

তৈত্তিরীয় শাখাতে এবং শাণ্ডিল্য বিদ্যাতে যে পুরুষ বিদ্যা উক্ত হইয়াছে, সে উভয়কে একই বিদ্যা বলা যায়,

যেহেতু তাহাতে উক্ত কর্ম্ম সাকল্যের ঐক্য আছে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে এউভয় স্থলে অনেক প্রভেদ আছে, যেহেতু তৈত্তিরীয়ে উক্ত গুণ সকল শাণ্ডিল্য বিদ্যাতে নাই, এবং শাণ্ডিল্য বিদ্যাতে প্রতিপাদিত বিষয় সকল তৈত্তিরীয়ে দেখা যায় না, অতএব এউভয় স্থলে বিদ্যার ঐক্য নহে। ১৩।

চতুর্দ্দশাধিকরণ

অথর্ব্ববেদীয় উপনিষৎ আরম্ভে আভিচারিক মাত্র উক্ত হইয়াছে ও কাণ্ব শাখার উপনিষদের প্রথমে প্রবর্গ্য ব্রাহ্মণ উক্ত আছে, এই উভয় স্থলে বিদ্যার সান্নিধ্য হেতু আভিচারিক মন্ত্রের ও প্রবর্গ্য কর্ম্মের বিদ্যাঙ্গত্ব হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে, আভিচারিক মন্ত্রের অভিচার কর্ম্মে এবং প্রবর্গ্যের যজ্ঞেতে প্রয়োগ হেতু তদুভয় বিদ্যার অঙ্গ হইতে পারে না। ১৪।

পঞ্চদশাধিকরণ

শাট্যায়ন শাখাতে উক্ত হইয়াছে, জ্ঞানি ব্যক্তির পাপ পুণ্য তাঁহার শত্রু মিত্রেরা গ্রহণ করে, তাণ্ডি ও অথর্ব্ব শাখাতে কেবল তাহার পাপ পুণ্য পরিত্যাগ মাত্র উক্ত হইয়াছে, এস্থলে বিদ্যার ভেদ হেতু শত্রু মিত্রের পাপ পুণ্য গ্রহণ তাণ্ডি ও অথর্ব্ব শাখাতে উপসংহর্ত্তব্য নহে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে, যদিও এস্থলে বিদ্যার

ভেদ আছে বটে, তথাপি ব্রহ্মবিদ্যার স্তুত্যর্থবাদ প্রযুক্ত তাহার উপসংহার কোন প্রকারে দূষ্য নহে। ১৫।

পঞ্চদশাধিকরণের দ্বিতীয় বর্ণক

উক্ত শাট্যায়ন শাখাতে প্রতিপাদিত বাক্যের অর্থ চালন মাত্র তাহা পরিত্যাগার্থ নহে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, বাক্য শেষেতে অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্বীকার ব্যক্ত থাকাতে পরিত্যাগার্থ ব্যতিরেকে তাহা সম্ভব হয় না, অতএব এস্থলে সুকৃত দুষ্কৃতের পরিত্যাগার্থই স্বীকার করা কর্ত্তব্য। ১৫।

ষোড়শাধিকরণ

পূর্ব্বাধিকরণে উক্ত হইয়াছে যে, সুকৃত দুষ্কৃত পরিত্যাগ তাহা ব্রহ্মলোক গমনের পথ মধ্যেই হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, মরণের পরে ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইবার পূর্ব্বে পথ মধ্যে সুকৃত দুষ্কৃত পরিত্যাগ হওয়া অসম্ভব যেহেতু তখন ত্যাগের সাধন শরীর থাকে না এবং তাণ্ডি শ্রুতিতে তাহা ব্যক্তই আছে, অতএব মরণের পূর্ব্বে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলেই সুকৃত দুষ্কৃত পরিত্যাগ হয়। ১৬।

সপ্তদশাধিকরণ

বক্ষ্যমাণ চতুর্থাধ্যায়ের তৃতীয়পাদে উক্ত সগুণ-ব্রহ্মোপাসক দিগের যে অর্চ্চিরাদি মার্গ উক্ত হইয়াছে,

তাহাই নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকদিগের মার্গ, যেহেতু উভয়ের গমনের মার্গ সমান হওয়াই সম্ভব, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে সগুণ উপাসনার প্রাপ্য ফল যে ব্রহ্মলোক তাহা প্রদেশান্তরে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং তাহাতে গমনের মার্গের প্রয়োজন, কিন্তু ব্রহ্ম জ্ঞানের ফল যে অজ্ঞান নিবৃত্তি তাহাতে আর মার্গের প্রয়োজন নাই, অতএব সগুণ উপাসকদিগেরই অর্চ্চিরাদি মার্গ, তাহা নির্গুণ উপাসকের নহে ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশাধিকরণ।

ছান্দোগ্য উপনিষদে, পঞ্চাগ্নি বিদ্যাতে ও উপকোশল বিদ্যাতে উত্তর মার্গে গমন উক্ত হইয়াছে, কিন্তু শাণ্ডিল্য ও বৈশ্বানরাদি বিদ্যাতে তাহা উক্ত হয় নাই, অতএব অনুক্ত স্থলে তাহার উপসংহার কর্ত্তব্য নহে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে পঞ্চাগ্নি বিদ্যার শেষে উত্তর মার্গ বলিয়া উপাসনান্তরেতেও যে উত্তর মার্গ প্রাপ্তি হয় তাহা কহিয়াছেন, অতএব সকল উপাসনাতেই উত্তর মার্গ বিহিত ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশাধিকরণ।

পুরাণে বর্ণিত আছে যে অপান্তরতম নামে এক তত্ত্বজ্ঞানী বিষ্ণুর আজ্ঞানুসারে দ্বাপর যুগান্তে ব্যাসদেব রূপে জন্মেন এবং সনৎকুমার কার্ত্তিকেয় রূপে ও বশিষ্ঠ প্রভৃতিও অন্যান্য রূপে জন্ম গ্রহণ করেন, অতএব জ্ঞানিদিগের মধ্যে কাহারও মুক্তি হয় কাহারও হয় না, ইহা পূর্ব্বপক্ষ ॥

ইহার উত্তর এই যে উক্ত পুরুষ সকল পূর্ব্ব কল্পে তপস্যা দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া পরকল্পে অধিকারি পদ প্রাপ্তি পূর্ব্বক প্রারব্ধ কর্ম্মাবসানে মুক্ত হয়েন, অতএব জ্ঞানিদিগের মুক্তি অনিয়ত নহে ॥ ১৯ ॥

বিংশাধিকরণ।

গার্গি ব্রাহ্মণে ও কঠবল্লীতে তাবৎ বস্তু নিষেধ পূর্ব্বক ব্রহ্মাববোধ প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাতে নিষেধ সকলের পরস্পর উপসংহার করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু সে সকলের উপসংহারে প্রয়োজন নাই, ইহা পূর্ব্বপক্ষ ॥ ইহার সিদ্ধান্ত এই যে নিষেধ সকল আত্মস্বরূপ না হইলেও আত্মার উপলক্ষক হয় সুতরাং তাহারদিগের পরস্পর উপসংহার করা কর্ত্তব্য, ইহা কেবল স্বশাখায় নহে শাখান্তরেতেও সম্ভব হয় ॥ ২০ ॥

একবিংশাধিকরণ।

কোন কোন শ্রুতিতে উল্লেখ আছে যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই কর্ম্মফল ভোগ করেন, অন্য শ্রুতিতে একের ভোক্তৃত্ব অন্যের ভোগাভাব অর্থাৎ কেবল দ্রষ্টৃত্ব উক্ত হইয়াছে, অতএব উভয়ের স্বরূপভেদ প্রযুক্ত উভয় বিষয়ক বিদ্যা পৃথক হউক, ইহা পূর্ব্বপক্ষ ॥ ইহার উত্তর এই যে প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের তৃতীয়াধিকরণে উভয়ের কর্ম্মফল ভোক্তৃত্ব বাচক শ্রুতির একের ভোক্তৃত্ব অপরের অভো-

ত্ত্ব স্বরূপ অর্থ নির্ণীত হইয়াছে অতএব উভয়ের স্বরূপ ভেদ নহে, সুতরাং উভয় একবিদ্যা ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশাধিকরণ।

উষস্ত ব্রাহ্মণে ও কহোল ব্রাহ্মণে পঠিত হইয়াছে যে পরঃ ব্রহ্ম সাক্ষাৎ অপরোক্ষ স্বরূপ এবং তিনি সকলেরই অন্তরতর, উভয়ত্র একাকারে পঠিত এই বাক্যের পৌনরুক্তি পরিহারের জন্য উভয়স্থলে বিদ্যার পার্থক্য স্বীকার করা যায়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ ॥ ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, উভয় স্থলেই সর্ব্বান্তরত্ব যে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা এক পদার্থেরই সম্ভব হয়, অতএব এস্থলে বিদ্যার পার্থক্য নাই, এবং এস্থলে পুনরুক্তিও নহে যেহেতু উষস্ত ব্রাহ্মণে দেহাদির আত্মত্ব শঙ্কা নিরাশ ও কহোল ব্রাহ্মণে দেহাদি ব্যতিরিক্ত ব্রহ্মের অসত্তা নিরাশ উক্ত হইয়াছে, অতএব উভয়ত্র বিদ্যা একইমাত্র ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশাধিকরণ।

ঐতরেয় শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে এই যে দেহেন্দ্রিয় সাক্ষী জীবাত্মা ইনিই আদিত্য মণ্ডলবর্ত্তী পরমাত্মা এবং আদিত্যমণ্ডলবর্ত্তী পরমাত্মাই এই দেহাদিবর্ত্তী জীবাত্মা। এস্থলে স্বীয় দেহ ও সূর্য্যমণ্ডল উভয়ত্র একই বস্তু শ্রুত হওয়াতে উভয় স্থলেই একরূপে জানা কর্ত্তব্য, ইহা পূর্ব্বপক্ষ ॥ ইহার উত্তর এই যে, ইহা তত্ত্বাবধারণ প্রকরণ নহে যে একত্ব প্রতিপাদন করা যাইবে, ইহা সগুণোপাসনা প্রকরণ,

অতএব উপাসনার নিমিত্তে উভয়ত্র পৃথক বস্তুরূপে জানা কর্ত্তব্য ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশাধিকরণ।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে যিনি মহৎ পূজনীয় পরব্রহ্মকে সত্যরূপে জানেন তিনি সকল লোক জয় করেন, পরে কথিত হইয়াছে যে আদিত্যমণ্ডলে যে পুরুষ তিনিই সত্যস্বরূপ, এই বাক্য দ্বয়েতে উক্ত যে সত্য বিদ্যা তাহা পৃথক্, যেহেতু লোক জয়রূপ ও পাপনাশরূপ ফলের পার্থক্য উক্ত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ॥ ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, প্রথম বাক্যে উক্ত যে সত্যবিদ্যা তাহাই পরবাক্যে উক্ত হইয়াছে, এবং ফলও ভিন্ন নহে যেহেতু পাপনাশ ও লোকজয় কামী ব্যক্তি সত্য উপাসনা করিবেক, অতএব একই সত্যবিদ্যা॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশাধিকরণ।

ছান্দোগ্য উপনিষদে হৃদয়ান্তর্গত যে দহরাকাশ, তাহারই সত্যকামত্বাদি গুণ উক্ত হইয়াছে, কিন্তু বৃহদারণ্যকে হৃদয়াকাশের সেইরূপ বশিষ্টত্বাদি গুণ সকল কথিত হইয়াছে, এস্থলে পরস্পর গুণের উপসংহার কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু দহরাকাশ উপাস্যরূপে এবং হার্দ্দাকাশ জ্ঞেয়রূপে উক্ত হওয়াতে বিদ্যার ভেদ কথিত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ॥ ইহার উত্তর এই যে উপাসনাকালে বশিষ্টত্বাদিগুণ সকল দহরাকাশে ও সত্যকামত্বাদি গুণ সকল হার্দ্দাকাশে উপসংহার

কর্ত্তব্য, কেন না উভয়ত্র বিদ্যা ভেদ হইলেও আকাশ শব্দ বাচ্য আত্মার ঐক্য আছে ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশাধিকরণ ।

বৈশ্বানর বিদ্যার বাক্য শেষে প্রাণাহুতি উক্ত হইয়াছে, অতএব কোন কারণ বশতঃ উপাসকের ভোজনাভাব হইলেও প্রাণাহুতি লুপ্ত হয় না, কারণ প্রাণাহুতিতে আদর দর্শন এবং অতিথির পূর্ব্বে স্বয়ং ভোজন না করাতে নিন্দা, শ্রুতিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ ॥ ইহার সিদ্ধান্ত এই যে যেহেতু উপাসকের ভোজনীয় অন্নই হোমীয় দ্রব্য, অতএব ভোজনলোপে দ্রব্যাভাবে আহুতিও লুপ্ত হয়, আর আদর দর্শন প্রথম ভোজনার্থ, সুতরাং উপাসকের ভোজনাভাবে আহুতি লুপ্ত হয় ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশাধিকরণ ।

উদ্‌গীথ কর্ম্মাঙ্গীভূত দেবতোপাসনা নিত্য কি অনিয়ত । এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইলে যজ্ঞসম্বন্ধহেতু প্রথমত নিত্য রূপেই অবধারিত হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ ॥ ইহার উত্তর এই যে কর্ম্মাঙ্গীভূত উপাসনা সকল নিত্য নহে, অনিয়ত, যেহেতু কর্ম্ম ও উপাসনার ফল পৃথক্ এবং গোদোহনাদির ন্যায় তাহার ইচ্ছা বিকল্প উক্ত হইয়াছে, আর উপাসক ও অনুপাসক উভয়েরই কর্ম্মানুষ্ঠান কথিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশাধিকরণ।

সম্বর্গ বিদ্যাতে অধিদৈব বায়ু ও অধ্যাত্ম প্রাণ উক্ত হইয়াছে, অতএব সে উভয়ের অনুচিন্তন এক কি পৃথক, এই রূপ সন্দেহে স্বরূপের অভেদ হেতু প্রথমত তাহা একই প্রতীয়মান হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে যদিও স্বরূপের ভেদ না থাকুক তথাপি কার্য্য কারণ রূপে অবস্থা ভেদহেতু ইন্দ্রের রাজাদিগুণ ভেদে পুরোডাস প্রদানের ন্যায় পৃথক্ অনুচিন্তন হইবে। ২৮।

ঊনত্রিংশাধিকরণ।

অগ্নিরহস্য ব্রাহ্মণে পুরুষের শত সম্বৎসর পরিমিত আয়ুতে যে ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র দিন হয়, তাহার প্রত্যেক দিনেতে যে পুরুষের মনোবৃত্তি, তাহা এক এক অগ্নিরূপে ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র অগ্নি প্রকরণহেতু কর্ম্মাদি রূপে ধ্যাতব্য, স্বতন্ত্র নহে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে শ্রুতি, লিঙ্গ ও বাক্য দ্বারা প্রকরণের বাধ হইয়া স্বতন্ত্র অগ্নিই ধ্যাতব্য, কর্ম্মাঙ্গ নহে। ২৯।

ত্রিংশাধিকরণ।

কোন কোন বাদীরা নানা দ্রব্য সংযোগে মাদক শক্তির ন্যায় ভূত সংযোগে উৎপন্ন চেতন বিশিষ্ট দেহকে আত্মা বলে, তাহারা দেহ ব্যতিরিক্ত পদার্থকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করে না, তাহাই পূর্ব্ব পক্ষ। তাহার সিদ্ধান্ত এই যে, দেহ কখনই আত্মা নহে, যে হেতু তাহা ভৌতিক, আর

চৈতন্যও সংযোগ জন্য নহে, যেহেতু তাহা নিত্য, এবং দেহ থাকিলেই যে চৈতন্য থাকে তদ্ভিন্ন থাকে না তাহাও নহে যে হেতু শাস্ত্রে চৈতন্যেরই পরলোক গমনাগমন প্রতিপাদিত হইয়াছে। ৩০।

একত্রিংশাধিকরণ।

ঐতরেয় ও কৌশীতকি উভয়ত্রই উক্থকর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, কিন্তু ঐতরেয় গত যে উক্থ তাহাতেই পৃথিব্যাদি দৃষ্টি কথিত আছে, অতএব সেই পৃথিব্যাদি দৃষ্টি কেবল ঐতরেযে কর্ত্তব্য কি ঐতরেয় কৌশীতকি উভয়ত্র কর্ত্তব্য, এই রূপ সন্দেহে সন্নিহিত প্রযুক্ত ঐতরেযেতেই কর্ত্তব্য, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে উক্থ শব্দের মুখ্য তাৎপর্য্যে সর্ব্বশাখাগত উক্থ সামান্য বুঝায়, অতএব একস্থানে বিহিত বিষয় সর্ব্বত্রই অনুগত হয়। ৩১।

দ্বাত্রিংশাধিকরণ।

বৈশ্বানর বিদ্যাতে দ্যুলোক, সূর্য্য, বায়ু, আকাশ, জল ও পৃথিবীকে বিরাট রূপ বৈশ্বানরের মস্তক, চক্ষু, প্রাণ, মধ্য শরীর, মূলাধার ও পাদ রূপে ধ্যান করিবার বিধি আছে, তাহাতে তাহাদিগের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র উপাসনা কি এক উপাসনা কর্ত্তব্য। এইরূপ সন্দেহে প্রত্যেকেতেই উপাসনা ও ফলের বিশেষ কথন হেতু এবং বাক্যশেষে এক বচনান্ত কথন প্রযুক্ত ব্যস্ত ও সমস্ত উভয় উপাসনাই কর্ত্তব্য, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে সমুদায় অঙ্গের একই

উপাসনা বিহিত, যেহেতু আদ্যন্তে তাঁহাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তবে যে পৃথক উপাসনা ও ফলভেদ কথিত আছে তাহা স্তুতির নিমিত্তে, অতএব সমস্তোপাসনাই বিবক্ষিত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশাধিকরণ ।

ছান্দোগ্য উপনিষদে যে দহর, শাণ্ডিল্য, মধু ইত্যাদি নানা বিদ্যা উক্ত হইয়াছে, সে সমুদায় এক কি ভিন্ন ভিন্ন, ইহাতে পূর্ব্বাধিকরণ দৃষ্টে এবং ব্রহ্মের একত্ব প্রযুক্ত সমুদায়ই এক বিদ্যা, ইহা পূর্ব্বপক্ষ । ইহার সিদ্ধান্ত এই যে সমুদায় বিদ্যা এক বলিলে কেহই অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয় না, এবং ব্রহ্মেরও গুণ সকল পৃথক্ পৃথক্, ও সকল বিদ্যারও আরম্ভ ভিন্ন ভিন্ন, অতএব দহরাদি বিদ্যাকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া জানা আবশ্যক । ৩৩ ।

চতুস্ত্রিংশাধিকরণ ।

শাণ্ডিল্য বিদ্যাদিতে আত্মার সগুণোপাসনা রূপ অহংজ্ঞান উক্ত হইয়াছে, তাহাতে যে এক, দুই ও বহু উপাসনা বিহিত আছে তাহারা কি যথা ইচ্ছা উপাস্য, কি তাহাদিগের বিকল্প নিয়মিত, এই রূপ সন্দেহে নিয়মের অভাব হেতু তাহাদিগের মধ্যে যাহা ইচ্ছা উপাসনা কর্ত্তব্য, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ । ইহার উত্তর এই যে উপাসনার প্রয়োজন ঈশ্বর সাক্ষাৎকার, তাহা একটী উপাসনাতেও সিদ্ধ হইতে পারে, সুতরাং তাহা সিদ্ধ হইলে আর আর উপাসনা ব্যর্থ হয়

এবং নানা উপাসনাতেও চিত্ত বিক্ষেপ হওয়া সম্ভব, অতএব বিকল্পের নিয়মই কর্ত্তব্য। ৩৪।

পঞ্চত্রিংশাধিকরণ।

আত্মাতে দেবতা দৃষ্টি দ্বারা উপাসনা রূপ প্রতীকোপাসনাতে যথা ইচ্ছা না হইয়া পূর্ব্বাধিকরণের ন্যায় বিকল্পই নিয়মিত, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে সগুণোপাসনার ন্যায় প্রতীকোপাসনাতে সাক্ষাৎকারে প্রমাণ নাই, এবং ফলেরও ভিন্নতা আছে, অতএব বিকল্পেতেই হউক আর সমুচ্চয়েতেই হউক যথা ইচ্ছা প্রতীকোপাসনা কর্ত্তব্য। ৩৫।

ষট্‌ত্রিংশাধিকরণ।

প্রতীকোপাসনা দুই প্রকার, লৌকিক ও কর্ম্মাঙ্গ। তাহার মধ্যে লৌকিক প্রতীকোপাসনা পূর্ব্বে উক্ত হইল, সম্প্রতি কর্ম্মাঙ্গ প্রতীকোপাসনা বিচারিত হইতেছে। কর্ম্ম ও কর্ম্মাঙ্গ সমুচ্চয় কি যথা ইচ্ছা উপাসনা কর্ত্তব্য, তাহাতে প্রয়োগ বিধিতে উভয়ের সমুচ্চয় নির্দ্দেশহেতু তাহারদিগের সমুচ্চয় নিয়ম, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার উত্তর এই যে যেমন গ্রহস্তোত্রাদিতে সহভাব শ্রুত হয় তদ্রূপ কর্ম্মে ও অঙ্গে নাথাকাতে কর্ম্মাঙ্গ প্রতীকোপাসনাতে বিকল্প ও সমুচ্চয়ের যথা ইচ্ছা উপাসনা কর্ত্তব্য। ৩৬।

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয় পাদ।

তৃতীয়াধ্যায়ে-চতুর্থ পাদ।

প্রথমাধিকরণ।

আত্ম তত্ত্ব জ্ঞানটী কর্ম্মাঙ্গ কি স্বতন্ত্র, এইরূপ সন্দেহে যেহেতু আত্মার দেহাদি ব্যতিরিক্তত্ব জ্ঞান ব্যতীত কর্ম্মেতে প্রবৃত্তি হয় না তজ্জন্য আত্ম জ্ঞানকে কর্ম্মাঙ্গই বলা যায়, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে আত্মজ্ঞান দুই প্রকার অহংকর্ত্তা এবং অহং ব্রহ্মাস্মি। তন্মধ্যে অহং কর্ত্তাজ্ঞানের কর্ম্ম প্রবর্ত্তকত্ব হইলেও অহং ব্রহ্মাস্মি জ্ঞান তদ্রূপ নহে বরং তাহা কর্ম্মের নিবর্ত্তক, তবে তত্ত্ব জ্ঞানীর যে কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে তাহা কেবল লোক সংগ্রহার্থ মাত্র। ১।

দ্বিতীয়াধিকরণ।

ঊর্দ্ধরেতা নামক আশ্রম আছে কি না, তাহাতে বিধির অভাব হেতু ও লুপ্তস্মৃতি অনধিকারি বিষয় জন্য তাহা নাই, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার উত্তর এই যে ঊর্দ্ধরেতা নামক আশ্রম আছে, যেহেতু তাহাতে বিধির অভাব হইলেও অপূর্ব্বার্থ রূপে বিধি কল্পনা করা যাইতে পারে এবং বীর হত্যাদি যে দোষ উক্ত হইয়াছে তাহাকে অনগ্নি গৃহস্থ বিষয় বলা যায়, আর অন্ধাদি গার্হস্থ্যানধিকৃতদিগের পৃথক সন্ন্যাস বিধান হেতু ইন্দ্রিয় পাটব বিশিষ্ট গৃহস্থদিগের প্রতিই বিধি উক্ত হইয়াছে অতএব ঊর্দ্ধরেতা আশ্রম আছে। ২।

দ্বিতীয়াধিকরণের দ্বিতীয় বর্ণক।

পুণ্য-লোক-কামী আশ্রমি ব্যক্তির ব্রহ্মনিষ্ঠা সম্ভব হয় কি না, এই সন্দেহে আশ্রম কর্ম্মের অনুষ্ঠানের পর অবকাশ কালে ব্রহ্মনিষ্ঠা হইতে পারে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে সর্ব্বব্যাপার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মেতে অনন্যচিত্ত হওয়ার নাম ব্রহ্ম নিষ্ঠা, তাহা কখন কর্ম্মীর সম্ভব হয় না, যে হেতু কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও তাহার ত্যাগ এক ব্যক্তির কি রূপে অনুষ্ঠেয় হইতে পারে, অতএব কর্ম্মত্যাগিরই ব্রহ্ম নিষ্ঠা হইয়া থাকে। ২।

তৃতীয়াধিকরণ।

উদ্গীথাবয়ব ওঙ্কারের যে রসতমত্বাদি গুণ উক্ত হইয়াছে, তাহা স্তুতি মাত্র কি ধ্যেয়, এই রূপ সন্দেহে তাহাতে গুণ বর্ণন হেতু যেমন জুহুমন্ত্রে তাহারে আদিত্য রূপে স্তুতি আছে সেইরূপ এস্থলেও রসতমত্বাদি গুণ দ্বারা ওঙ্কারের স্তুতিই বলা যায়, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার উত্তর এই যে এস্থলে জুহুমন্ত্র দৃষ্টান্ত হইতে পারে না যেহেতু তাহা স্তোত্র বটে কিন্তু রসতমত্বাদি তদ্রূপ নহে তাহা ধ্যাতব্য। ৩।

চতুর্থাধিকরণ।

উপনিষদের স্থানে স্থানে যে আখ্যান ভাগ আছে, তাহা কেবল অধ্বর্য্যুর বক্তব্য মাত্র কি বিদ্যার স্তুতি, এই রূপ সন্দেহে বিদ্যার স্তুতি অপেক্ষা অনুষ্ঠানের প্রাধান্য হেতু তাহা কেবল বক্তব্য মাত্র, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত

এই যে সর্ব্বত্র সন্নিহিতই বলবান হয় অতএব ইহা অসন্নিহিত অনুষ্ঠান না হইয়া সন্নিহিত বিদ্যার সহিত এক বাক্য হেতু উহাকে বিদ্যার স্তুতিই বলা যায়। ৪।

পঞ্চমাধিকরণ।

আত্মতত্ত্বজ্ঞান ফল প্রদান বিষয়ে অঙ্গরূপ কর্ম্মকে অপেক্ষা করে কি না এই প্রকার সন্দেহে অপরাপর কর্ম্মেতে অঙ্গী অঙ্গকে অপেক্ষা করে দেখা যায়, অতএব তদ্রূপ জ্ঞানও কর্ম্মকে অপেক্ষা করে, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার উত্তর এই যে যেমন প্রদীপ অন্ধকার নাশ করিবার সময় অন্যকে অপেক্ষা করে না তদ্রূপ জ্ঞানও অবিদ্যা নাশ করিবার সময়ে কর্ম্ম অপেক্ষা করে না অতএব আত্মতত্ত্ব জ্ঞান কর্ম্মানপেক্ষ। ৫।

ষষ্ঠাধিকরণ।

আত্মতত্ত্ব জ্ঞান উৎপত্তি কালে কর্ম্মকে অপেক্ষা করে কি না এই প্রকার সন্দেহে যেমন ফলদান সময়ে কর্ম্ম অপেক্ষা করে না তদ্রূপ উৎপত্তি কালেও কর্ম্ম অপেক্ষা করিবে না, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে যেমন অশ্ব লাঙ্গল বহনে অনপেক্ষিত হইলেও রথ বহনে অপেক্ষিত হয় তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞান ফলদান কালে কর্ম্মানপেক্ষ হইলেও উৎপত্তি কালে কর্ম্মকে অপেক্ষা করে। ৬।

সপ্তমাধিকরণ।

প্রাণ বিদ্যাতে প্রাণোপাসকের যে সর্ব্বান্ন ভোজন উক্ত হইয়াছে তাহা কর্ত্তব্য বিধি কি আপৎকাল বিষয়ক, এই সন্দেহে প্রথমতঃ তাহাকে বিধিই বলা যায়, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার উত্তর এই যে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিভাগ শাস্ত্র সর্ব্বান্ন ভোজন বিধির বাধা জন্মায় অতএব আপৎকালে প্রাণ রক্ষার নিমিত্তে সর্ব্বান্ন ভোজনে কেবল অনুমতি মাত্র নতুবা বিধি নহে। ৭।

অষ্টমাধিকরণ।

যজ্ঞাদি কর্ম্ম সকল আশ্রমে বিহিত বলিয়া পূর্ব্ব কাণ্ডে উক্ত হইয়াছে আর এস্থলে তাহা তত্ত্বজ্ঞানে অপেক্ষিত বলিয়া কথিত হইল, অতএব তাহা দুইবার অনুষ্ঠান করিবেক কি এক বার করিবেক, এইরূপ সন্দেহে প্রয়োজন ভিন্ন প্রযুক্ত প্রয়োগও ভিন্ন বলা যায়, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে শ্রাদ্ধান্নভোজনে তৃপ্তির ন্যায় জ্ঞানার্থ অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা আশ্রম ধর্ম্ম সিদ্ধ হয়, যেমন এক কর্ম্মে নিত্যত্ব ও কাম্যত্ব উভয় থাকিতে পারে তদ্রূপ যজ্ঞাদির সকৃৎমাত্র প্রয়োগ হয়॥ ৮॥

নবমাধিকরণ।

পূর্ব্বাশ্রম ধর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া কোন কারণ বশত তৎপরস্থিত আশ্রম কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে না পারিয়া অনাশ্রমী হইলে চিত্তশুদ্ধি জনক আশ্রমিত্বের অভাব হেতু জ্ঞান সম্ভব হয় না,

ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে আশ্রম নিরপেক্ষ জপাদি কর্ম্মের চিত্তশুদ্ধি জনকত্ব হেতু রৈক্ক গার্গ্যাদির ন্যায় অনাশ্রমিরও জ্ঞান সম্ভব হয়, তবে যে আশ্রম কথন তাহা কেবল অতিশয়ার্থমাত্র ॥ ৯ ॥

দশমাধিকরণ।

যেমন ইচ্ছাবশতঃ পূর্ব্বপূর্ব্ব আশ্রম হইতে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট আশ্রমে আরোহণ হয়, তদ্রূপ রাগ বশতই হউক বা পূর্ব্বধর্ম্মশ্রদ্ধাবশতই হউক উৎকৃষ্ট আশ্রম হইতে পূর্ব্বাশ্রমে অবরোহণ হয়, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে রাগ অতি নিষিদ্ধ কার্য্য এবং উৎকৃষ্ট আশ্রমে গমন করিলে আর নিকৃষ্ট পূর্ব্বাশ্রমে শ্রদ্ধাও হয় না ও অবরোহের নিষেধ দৃষ্ট হওয়াতে আরোহণই নিয়মিত হয় অতএব অবরোহ নাই ॥ ১০ ॥

একাদশাধিকরণ।

ঊর্দ্ধরেতা নামক আশ্রমি ব্যক্তি পুনর্ব্বার স্ত্রীসঙ্গ জনিত আশ্রম ভ্রষ্ট হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত আছে কি না, এইরূপ সন্দেহে প্রয়শ্চিত্তের অদর্শন হেতু এবং গর্দ্দভপশ্বালম্বনের ব্রতি বিষয়ত্ব প্রযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত নাই, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার উত্তর এই যে যেমন মধু মাংস ভক্ষণরূপ উপপাতকের প্রায়শ্চিত্তানন্তর পুনঃ সংস্কার হয় তদ্রূপ স্ত্রীসঙ্গ জনিত উপপাতকের প্রায়শ্চিত্তানন্তর পুনঃসংস্কার হয় ॥ ১১ ॥

দ্বাদশাধিকরণ।

প্রায়শ্চিত্তানন্তর শুদ্ধ হইলে শিষ্টেরা তাঁহার সহিত ব্যবহার করিবেন কি না, তাহাতে যখন পাপনাশ হইল তখন তিনি ব্যবহার্য্য হইবেন নতুবা প্রায়শ্চিত্ত বৃথা হয়, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পারলৌকিক শুদ্ধি হইলেও ঐহিক শুদ্ধি না হওয়াতে শিষ্টেরা তাঁহার সহিত ব্যবহার করিবেন না ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশাধিকরণ।

অঙ্গাববদ্ধোপাসনাতে স্বামীরই ফলশ্রবণহেতু যজমানই অনুষ্ঠাতা, ঋত্বিক্ নহে, অতএব ফলভোগী যজমানই ধ্যাতা, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে বাক্যশেষে ঋত্বিকেরই উপাসকত্ব কথিত হওয়াতে এবং যজমানের অশেষ কর্ম্ম সাধনার্থ ঋত্বিক বেতন গ্রহণ করাতে তদনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল যজমানেরই হইয়া থাকে অতএব উপাসনা ঋত্বিকেরই কর্ম্ম ইতি ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশাধিকরণ।

কহোল ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে যে পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভার্থে উপনিষৎ তাৎপর্য্য জ্ঞান পূর্ব্বক বাল্য অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ শূন্য হইয়া মৌনাবলম্বন। এস্থলে বিধি না থাকাতে মৌনত্ব বিধেয় নহে, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে পাণ্ডিত্য শব্দ ও মুনি শব্দ একার্থ বাচক, সুতরাং একত্রে উভয় পদ প্রয়োগ নিরর্থক হয় বলিয়া নিরন্তর জ্ঞান নিষ্ঠা

মুনিশব্দে লক্ষিত হয়, অতএব বিধি লাভ হওয়াতে নিদিধ্যাসনরূপ মৌন বিধেয় হইল ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশাধিকরণ।

পূর্ব্বাধিকরণে যে বাল্যশব্দ উক্ত হইয়াছে তাহার অর্থ যদি বয়ো বলা যায়, তাহা হইলে কামচারাদি বুঝায় অতএব বাল্যশব্দ সামান্যত বুদ্ধি শুদ্ধি বুঝায় না, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার উত্তর এই যে শ্রবণ ও নিদিধ্যাসনের মধ্যস্থলে মনন বিহিত হইয়াছে, আর ভাবশুদ্ধি বিষয়ে কামচার অত্যন্ত অনুপযুক্ত সুতরাং বিরোধী অতএব এস্থলে ভাবশুদ্ধিই বাল্যশব্দে উক্ত হইয়াছে, কামচার নহে ॥ ১৫ ॥

ষোড়শাধিকরণ।

শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদি অনুষ্ঠিত হইলে ইহ জন্মেই জ্ঞান হয়, নতুবা ইহ জন্মে বা জন্মান্তরে হইবে বলিয়া বিকল্পিত নিয়ম নহে, যেহেতু লোকে ইহ জন্মেরই মুক্তির নিমিত্তে জ্ঞানানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে যদি ইহ জন্মে কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তবে ইহ জন্মে কিন্তু প্রতিবন্ধক সত্ত্বে জন্মান্তরে জ্ঞান হয়, যেহেতু গর্ভে অবস্থিতিকালে বামদেবের জ্ঞান হইয়াছিল ইহা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। অতএব ইহ জন্মে বা জন্মান্তরে জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশাধিকরণ।

মুক্তি একটী ফল বিশেষ মাত্র, অতএব তাহা ব্রহ্মলোকাদি ফলের ন্যায় সাতিশয় কি না, এই সন্দেহে যেমন সালোক্যাদি ভেদে ব্রহ্মলোকাদি ফল সাতিশয় তদ্রূপ মুক্তিও সাতিশয় হউক, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার উত্তর এই যে মুক্তি ব্রহ্মের স্বরূপ মাত্র ফল বিশেষ নহে, অতএব জন্য রূপ ফল বিশেষের ন্যায় অজন্য একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপ মুক্তি সাতিশয় নহে এক রূপই মাত্র ॥ ১৭ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থপাদ।

তৃতীয়াধ্যায় সমাপ্ত।

প্রথমাধিকরণ।

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি একবার অনুষ্ঠান করিলেই হইবে কি পৌনঃপুন্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে? এইরূপ সন্দেহে যেহেতু অন্যান্য কর্ম্মের একবার অনুষ্ঠান করিলেই শাস্ত্রার্থ সিদ্ধ হয়, তজ্জন্য ইহাও একবার অনুষ্ঠেয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে যেমন একবার অবঘাতে তণ্ডুল হয় না বরং তণ্ডুলের নিমিত্তে পৌনঃপুন্য অবঘাত করিয়া থাকে, সেইরূপ ঈশ্বর দর্শন পর্য্যন্ত শ্রবণাদি অনুষ্ঠান করিতে হইবে, দৃষ্ট সম্ভবে অদৃষ্ট কল্পনা কর্ত্তব্য নহে। ১।

দ্বিতীয়াধিকরণ।

জীব সকল শাস্ত্র প্রতিপাদ্য ব্রহ্মকে স্বীয় আত্মা রূপে জানিবে কি স্বব্যতিরিক্ত আত্মা রূপে জানিবে, এই রূপ সন্দেহে দুঃখী ও অদুঃখীরূপ জীব ও ব্রহ্মের এক হওয়া অসম্ভব হেতু স্বব্যতিরিক্ত আত্মারূপেই জানিবে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে দুঃখী ও অদুঃখী রূপ যে বিরোধ তাহা কেবল ঔপাধিক মাত্র অতএব ব্রহ্মকে স্বীয় আত্মারূপে গ্রহণ করিবেক ও শিষ্যকে গ্রহণ করাইবেক। ২।

তৃতীয়াধিকরণ।

মন ব্রহ্ম আদিত্য ব্রহ্ম ইত্যাদি রূপে ব্রহ্ম দৃষ্টিতে সংস্কৃত মন আদি প্রতীকের ব্রহ্ম কার্য্যত্বহেতু তাঁহার সহিত অভেদ জন্য অহংদৃষ্টি দ্বারা অভেদরূপে তাহার উপাসনা কর্ত্তব্য, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে যদি ব্রহ্ম কার্য্য প্রতীকের ব্রহ্মের সহিত ঐক্য দর্শন হয় তাহা হইলে প্রতীক বিলীন হইয়া যায়, সুতরাং মনের লয় হেতু আর উপাসকত্ব থাকে না, অতএব অত্যন্ত ভিন্ন প্রতীকের সহিত একত্ব যোগ্যতা নাই, এবং প্রতীকেও অহং দৃষ্টি নহে। ৩।

চতুর্থাধিকরণ।

প্রতীকোপাসনাতে ব্রহ্মেতে অন্য দৃষ্টি কি অন্য বস্তুতে ব্রহ্মদৃষ্টি কর্ত্তব্য, এই প্রকার সন্দেহে ফলঃ প্রার্থনা হেতু ব্রহ্মেতে মন আদি অন্য দৃষ্টি করিবেক, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে নিকৃষ্ট পদার্থেতেই উৎকৃষ্ট দৃষ্টি কর্ত্তব্য, অতএব অব্রহ্মেতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিয়া উপাসনা করিবেক। ৪।

পঞ্চমাধিকরণ।

উদ্গীথাদি অঙ্গোপাসনা বিষয়ে আদিত্যাদিতে অঙ্গ দৃষ্টি করিবে, কি অঙ্গে আদিত্যাদি দৃষ্টি করিবেক, এইরূপ সন্দেহে এস্থলে উৎকর্ষের অভাব হেতু নিয়ামক না থাকাতে ঐচ্ছিক বলিতে হইবে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে আদিত্যাদি দৃষ্টি দ্বারা কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথের সংস্কার করা হয়,

এবং সংস্কৃত কর্ম্মাঙ্গের অধিক ফলজনকত্ব হয়, কিন্তু কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথ দ্বারা আদিত্য সংস্কৃত হইলে কোন ফল লাভ নাই, অতএব কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথাদিতেই আদিত্য দৃষ্টি কর্ত্তব্য। ৫।

ষষ্ঠাধিকরণ।

উপাসনাতে আসনের কোন নিয়ম আছে কি না, এই সন্দেহে, উপাসনা মনের কার্য্য অথচ মন দেহ সাপেক্ষ নহে, অতএব আসনের কোন নিয়ম নাই, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে শয়ন, উত্থান, গমন ইত্যাদি দ্বারা মনের বিক্ষেপ হয় বলিয়া বুদ্ধি সমাধান করিবার নিমিত্তে আসনের নিয়ম আছে, অতএব আসীন হইয়াই উপাসনা করিবেক। ৬।

সপ্তমাধিকরণ।

উপাসনাতে দিক্, দেশ, ও কালাদির কোন নিয়ম আছে কি না এই রূপ সন্দেহে বৈদিক কর্ম্মেতে ঐ সকলের নিয়ম দৃষ্ট হওয়াতে এবং উপাসনাও বৈদিক কর্ম্ম প্রযুক্ত তাহাতে দিগাদির নিয়ম আছে, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে উপাসনাতে মনের একাগ্রতারই প্রয়োজন হেতু দিগা-দির কোন নিয়ম নাই, তবে যে শ্রুতিতে অনুকূল দেশ প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে সে কেবল দৃষ্ট সৌকর্য্যার্থ মাত্র। ৭।

অষ্টমাধিকরণ।

উপাসনার অনুষ্ঠান যত দিন ইচ্ছা তত দিন করিবে

কি আমরণ পর্য্যন্ত করিবেক, এইরূপ সন্দেহে যত কালে উপাসনার অর্থ নিষ্পত্তি হয় অর্থাৎ একাগ্রতা হয় তত্তদিনই যথা ইচ্ছা উপাসনা করিবেক, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার উত্তর এই যে অন্তকালে মনে যে ভাব উদিত হয় পরলোকে সেই ভাব প্রাপ্ত হয় এই হেতু তাহা সিদ্ধির নিমিত্তে আমৃত্যু পর্য্যন্ত উপাসনা কর্ত্তব্য। ৮।

নবমাধিকরণ।

ব্রহ্মজ্ঞানির অভুক্ত কর্ম্মের নাশ হয় কি না এই রূপ সন্দেহে অভুক্ত কর্ম্মের অবিনাশ সর্ব্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ থাকাতে জ্ঞানিরও অভুক্ত কর্ম্মের নাশ হয় না, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে অকর্ত্তাত্মজ্ঞানিত্ব প্রযুক্ত নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকের সকল কর্ম্মের নাশ হয়, আর সর্ব্বশাস্ত্র প্রসিদ্ধ যে অভুক্ত কর্ম্মের অবিনাশ সে কেবল ব্রহ্মজ্ঞান রহিত ব্যক্তির জানিবে, অতএব জ্ঞানির পাপলেপ শঙ্কা নাই। ৯।

দশমাধিকরণ।

তত্ত্বজ্ঞানির পুণ্য লেপ থাকে কি না এই সন্দেহে, যেহেতু পুণ্য শ্রৌত কর্ম্ম এবং শ্রৌত পুণ্য শ্রৌত জ্ঞানের বিরোধী নহে, অতএব জ্ঞানির পুণ্য লেপ থাকে, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার উত্তর এই যে জ্ঞানি ব্যক্তির পুণ্য পাপ কোন লেপই থাকে না যে হেতু পুণ্যও তাঁহার পক্ষে পাপের সমান অতএব তাহার উভয় হইতেই তিনি উত্তীর্ণ হয়েন। ১০।

একাদশাধিকরণ।

জ্ঞানি ব্যক্তির সঞ্চিত পুণ্য পাপের নাশের ন্যায় প্রারব্ধ পুণ্য পাপেরও নাশ হয় কি না এই রূপ সন্দেহে সঞ্চিতের ন্যায় প্রারব্ধেতেও অকর্ত্তাত্মজ্ঞান তাঁহার সমান অতএব প্রারব্ধ কর্ম্মেরও নাশ হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে জ্ঞানি ব্যক্তির দেহ পাত পর্য্যন্ত সংসার শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে এবং অনুভবও হইতেছে আর যেমন বাণ পরিত্যাগ করিলে তাহর প্রতি আর ধানুষ্কের স্বাতন্ত্র্য থাকেনা তদ্রূপ প্রারব্ধ কর্ম্মের প্রতি জ্ঞানীর স্বাতন্ত্র্য নাই, অতএব প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশ হয় না। ১১।

দ্বাদশাধিকরণ।

জ্ঞানীর পক্ষে জ্ঞানের পূর্ব্ব অনুষ্ঠিত অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম্মের নাশ হয় কি না এই সন্দেহে অকর্ত্তাত্ম জ্ঞানের মহিমাতে তাহারও নাশ হয়, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার উত্তর এই যে অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম্মের দুই অংশ আছে, এক চিত্ত শুদ্ধিপ্রদ অপর স্বর্গাদি ফল প্রদ, তাহার মধ্যে স্বর্গাদি ফল প্রদ অংশের নাশ হইলেও চিত্ত শুদ্ধি প্রদ অংশ বিনষ্ট হয় না, আর জ্ঞানের পর যে নিত্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কাম্য কর্ম্মের ন্যায় অশ্লিষ্ট হয়। ১২।

ত্রয়োদশাধিকরণ।

জ্ঞান সাধন নিত্য কর্ম্ম দুই প্রকার, অঙ্গাববদ্ধোপাসনা সহিত ও তদ্রহিত। অতএব সোপাসন কর্ম্ম, জ্ঞানের উপ-

যোগী কি নিরুপাসন কর্ম্ম তাহার উপযোগী এইরূপ সন্দেহে প্রশস্ত হেতু সোপাসন কর্ম্মই জ্ঞানের উপযোগী, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে শুদ্ধ কর্ম্ম অপেক্ষা সোপাসন কর্ম্ম বীর্য্যবান্ বটে কিন্তু শ্রুতিতে তারতম্য শ্রবণ আছে বলিয়া উভয় কর্ম্মই জ্ঞানের উপযোগী॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশাধিকরণ।

বহুজন্ম প্রদ প্রারব্ধ কর্ম্মযুক্ত ব্যক্তিদিগের জ্ঞানে নির্ব্বাণ মুক্তি হয় কি না এইরূপ সন্দেহে প্রারব্ধ ভোগের নিমিত্তে বহুজন্ম স্বীকৃত হইলে পূর্ব্বার্জ্জিত বিদ্যালোপে যে কর্ম্ম কৃত হয় তাহার ফল হইবেই হইবে, অতএব মুক্তি হয় না, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার উত্তর এই যে যেমন সুষুপ্তিকালে বিদ্যার লোপ হয় না সেইরূপ প্রারব্ধ ভোগ হয় বটে কিন্তু বিদ্যা লুপ্ত হয় না অতএব তাহার মুক্তি কেন না হইবে। ১৪

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে প্রথমপাদঃ।

চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদ।

প্রথমাধিকরণ।

ম্রিয়মাণ পুরুষের বাগাদি ইন্দ্রিয় সকল যে মনেতে লীন হয়, তাহা স্বরূপ লয় কি বৃত্তি লয়, এই সন্দেহে শ্রুতিতে বৃত্তিশব্দ উক্ত না হওয়াতে স্বরূপতই লয় হয়, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে স্বীয় অনুপাদানে কার্য্য কখন লয় পায় না কিন্তু বৃত্তি অনুপাদানেও লীন হইতে পারে অতএব বৃত্তিরই লয় জানিবে। ১।

দ্বিতীয়াধিকরণ।

প্রাণেতে যে মন লীন হয় তাহা স্বয়ং লয় কি বৃত্তি লয় এই সন্দেহে মনের প্রতি প্রাণের উপাদানত্ব থাকাতে মন স্বয়ং লীন হয়, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার উত্তর এই যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বীয় কারণে কার্য্যের লয় হয় অতএব মনের গৌণ কারণ রূপ প্রাণে যে মনের লয় তাহাও বৃত্তি লয়, স্বরূপ লয় নহে। ২।

তৃতীয়াধিকরণ।

প্রাণ সকল ভূতে লীন হয় কি জীবে লীন হয় এইরূপ সন্দেহে শ্রুতিতে ভূতে লয় কথিত হওয়াতে তাহা ভূতেই লীন হয় জীবে নহে, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে শ্রুতিতে সামান্যত সমুদায় পদার্থের ভূতে লয় উক্ত হওয়াতে প্রাণ জীবে লীন হইয়া পশ্চাৎ তাহার সহিত সমুদায় একত্রে ভূতে লয় পাইয়া যায়। ৩।

চতুর্থাধিকরণ।

জ্ঞানি ও অজ্ঞানি উভয়ের উৎক্রান্তি সমান কি অসমান এই সন্দেহে মোক্ষরূপ ও সংসাররূপ ফলের বিভিন্নতা হেতু তাহা সমান নহে, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার উত্তর এই যে উৎপত্তি অবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত যে বর্ত্তমান জন্ম তাহা উভয়ের সমান সুতরাং ঐহিক সুখ দুঃখের ন্যায় উৎক্রান্তিও সমান কিন্তু উৎক্রান্তির পর মার্গে গমনকালে ফলভেদ হেতু গতি অসমান হয়। ৪।

পঞ্চমাধিকরণ।

পরব্রহ্মেতে যে ভূত সকলের লয় হয় তাহা স্বরূপ লয় কি বৃত্তি লয় এই সন্দেহে স্বীয় উপাদান পরমাত্মাতে স্বরূপ লয়ই যুক্ত হয়, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে তত্ত্বজ্ঞানির পরমাত্মাতে স্বরূপ লয় হইলেও অজ্ঞানির বৃত্তি লয় বলিতে হইবে, নতুবা কোন জীবের আর জন্মান্তর লাভ হয় না। ৫।

ষষ্ঠাধিকরণ।

তত্ত্বজ্ঞানির প্রাণের উৎক্রান্তি হয় না বলিয়া যে উৎক্রান্তি নিষেধ করা হইয়াছে তাহা জীব হইতে প্রাণের উৎক্রান্তি কি দেহ হইতে প্রাণের উৎক্রান্তি, এইরূপ সন্দেহে জীব হইতেই উৎক্রান্তি নিষেধ করা হইয়াছে, নতুবা যদি দেহ হইতে উৎক্রান্তি নিষেধ হইত তাহা হইলে দেহ চিরকাল জীবিত থাকিতে পারিত, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার উত্তর এই যে তপ্ত লৌহ পিণ্ডে জল প্রক্ষেপের ন্যায়

দেহেতেই প্রাণের লয় হয় অতএব দেহ হইতেই প্রাণের উৎক্রান্তি নিবারিত হইয়াছে। ৬।

সপ্তমাধিকরণ।

তত্ত্বজ্ঞানির বাগাদি ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব কারণে লীন হয় কি পরমাত্মাতে লীন হয়, এই সন্দেহে কোন কোন শ্রুতিতে প্রতিষ্ঠাশব্দ বাচ্য স্বকারণে লয় উক্তি হেতু তাহাতেই লয় হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে অনেক শ্রুতিতে সমুদ্রে নদীর লয় দৃষ্টান্ত শ্রুত হওয়াতে উভয় শ্রুতির অবিরোধ জন্য তত্ত্বজ্ঞানিরা দেখেন যে পরমাত্মাতে লীন হয় কিন্তু অজ্ঞানিরা দেখেন যে স্ব স্ব কারণে লীন হয়। ৭।

অষ্টমাধিকরণ।

তত্ত্বজ্ঞানির বাগাদি ইন্দ্রিয় সকল যে পরমাত্মাতে লীন হয় তাহা নিঃশেষ লয় কি সাবশেষ লয় এই রূপ সন্দেহে অজ্ঞানির ইন্দ্রিয় সকলের স্ব স্ব কারণে সাবশেষ লয় দর্শন হেতু জ্ঞানিরও সাবশেষ লয় হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে শ্রুতিতে নাম রূপাদির নাশ উক্ত হওয়াতে তত্ত্বজ্ঞানির ইন্দ্রিয় সকল পরমাত্মাতে নিঃশেষ লীন হয় কিন্তু জন্মান্তর প্রাপ্তি হেতু অজ্ঞানির স্ব স্ব কারণে সাবশেষ লয় হয়। ৮।

নবমাধিকরণ।

উপাসক ও অনুপাসকের উৎক্রান্তির কোন বিশেষ

আছে কি না এই রূপ সন্দেহে হৃদয়ে লিঙ্গ শরীরের প্রাদুর্ভাবের সমান শ্রবণ হেতু উভয়েরই উৎক্রান্তি সমান হয়, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে উপাসক মূর্দ্ধণ্য নাড়ী দ্বারা এবং ইতরে ইতর নাড়ী দ্বারা উৎক্রান্ত হইয়া থাকে অতএব উভয়ের উৎক্রান্তির বিশেষ আছে। ৯

দশমাধিকরণ।

দিবসে মৃত জ্ঞানি ব্যক্তি উৎক্রান্তির পর রশ্মিতে গমন করেন কি দিবা রাত্রি উভয়ত্র মরিলেও রশ্মিতে গমন করেন এই রূপ সন্দেহে রাত্রিতে রশ্মির অভাব হেতু দিবসে মৃত জ্ঞানিই রশ্মিতে যান, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার উত্তর এই যে গ্রীষ্ম দ্বারা রাত্রিতেও রশ্মি অনুভব হেতু রাত্রিতেও রশ্মির অভাব হয় না, সুতরাং রাত্রিতে মরিলেও জ্ঞানি ব্যক্তি রশ্মিতে গমন করেন। ১০।

একাদশাধিকরণ।

দক্ষিণায়নে মৃত জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞান ফল প্রাপ্ত হয়েন কি না এই রূপ সন্দেহে উত্তরায়নে জ্ঞান ফল উক্তি হেতু এবং ভীষ্মের উত্তরায়ন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা শ্রবণ হেতু দক্ষিণায়নে মৃতের জ্ঞান ফল প্রাপ্তি হয় না, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে উত্তরায়ন শব্দে কাল বিবক্ষিত নহে আতিবাহিক দেবতা বিবক্ষিত এবং ভীষ্মের উত্তরায়ন প্রতীক্ষা পিতৃবরলব্ধ স্বচ্ছন্দ মরণ জন্য, অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি দক্ষিণায়নে মরিলেও জ্ঞান ফল প্রাপ্ত হয়েন। ১১।

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদ।

চতুর্থাধ্যায়ে তৃতীয় পাদ।

প্রথমাধিকরণ।

ব্রহ্মলোকে গমনের নানাবিধ পথ কি অর্চ্চিরাদি এক মাত্র পথ এই প্রকার সন্দেহে পৃথক্ পৃথক্ বিদ্যাতে পৃথক্ পৃথক্ পথের বর্ণনা হেতু তাহা নানা বিধই হয়, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার উত্তর এই যে নানা শ্রুতিতে নানা রূপে উক্ত হইলেও পথ সেই অর্চ্চিরাদি এঁক মাত্র, যেহেতু পঞ্চাগ্নি বিদ্যাতে সকল উপাসকের উদ্দেশে কেবল এক অর্চ্চিরাদি মার্গই উক্ত হইয়াছে। ১।

দ্বিতীয়াধিকরণ।

অর্চ্চিরাদি মার্গের মধ্যে বায়ুর সন্নিবেশ হইবে কি না এই রূপ সন্দেহে শ্রুতক্রম নিষেধ হেতু বায়ু সন্নিবিষ্ট হয় না, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে শ্রুত্যন্তরে বায়ুর সন্নিবেশ কল্পিত হওয়াতে সম্বৎসর ও আদিত্যের মধ্যস্থলে বায়ুর সন্নিবেশ কর্ত্তব্য। ২।

তৃতীয়াধিকরণ।

অর্চ্চিরাদি মার্গের মধ্যে বরুণাদির সন্নিবেশ হইবে কি না এই রূপ সন্দেহে বায়ুর ন্যায় এস্থলে ব্যবস্থা শ্রুতির অভাব হেতু বরুণাদির সন্নিবেশ হয় না, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে বিদ্যুৎ সম্বন্ধি বৃষ্টিস্থ জলের অধিপতি হেতু বিদ্যুতের পরে বরুণাদির সন্নিবেশ তৎপরে ইন্দ্র ও প্রজাপতি, এই রূপ বরুণাদির সন্নিবেশে অর্চ্চিরাদি মার্গ ব্যবস্থিত হইয়াছে। ৩।

চতুর্থাধিকরণ।

অর্চ্চিরাদি পদার্থ সকল পথজ্ঞাপক চিহ্ন কি ভোগ স্থান কি ব্রহ্ম লোক প্রাপক নেতা, এই রূপ সন্দেহে তাহারা পথজ্ঞাপক চিহ্ন ও ভোগ ভূমি উভয় হইতে পারে যেহেতু তাহাতে চিহ্ন সারূপ্য ও লোক শব্দ আছে, কিন্তু নেতা নহে, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার উত্তর এই যে বিদ্যুৎ পুরুষের নেতৃত্ব থাকাতে তৎসাহচর্য্য হেতু অর্চ্চিরাদিরও নেতৃত্ব আছে, অতএব তাহারা মার্গ চিহ্ন বা ভোগ ভমি নহে। ৪।

পঞ্চমাধিকরণ।

উত্তর মার্গে গমন করিয়া পরব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় কি কার্য্য ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় এই রূপ সন্দেহে মুখ্যত্ব ও অমৃতত্ব শ্রবণ হেতু তাহাতে পরব্রহ্মই প্রাপ্তি হয়, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে স্বরূপ যোগ্যতা হেতু তাহাতে কার্য্য ব্রহ্মই প্রাপ্তি হয়, পরব্রহ্মে তাহা অসম্ভব, অতএব সামীপ্য হেতু ব্রহ্ম শব্দোক্তি এবং ক্রমেতে অমৃতত্বও হয়। ৫।

ষষ্ঠাধিকরণ।

প্রতীকোপাসকেরা ব্রহ্মলোকে যান কি না এই রূপ সন্দেহে অবিশেষ শ্রবণ হেতু ইহাঁরাও ব্রহ্মলোকে যান, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার উত্তর এই যে ব্রহ্ম ভাবনার অভাব হেতু এবং অন্য ফল উক্তি জন্য প্রতীকোপাসকেরা ব্রহ্ম লোকে যান না কিন্তু পঞ্চাগ্নি বিদ্বরা যান। ৬।

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে তৃতীয় পাদ।

চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থপাদ।

প্রথমাধিকরণ।

মুক্তির স্বরূপ স্বর্গাদির ন্যায় জন্য কি নিত্য সিদ্ধ এই-সন্দেহে ব্রহ্মেতে অভিনিষ্পত্তি ও ফল কথনহেতু তাহা জন্য, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার উত্তর এই যে স্বরূপে অভিনিষ্পত্তি এই স্বশব্দের অর্থ নিত্য সিদ্ধই বুঝায়, তবে যে ব্রহ্মস্বরূপে আবির্ভাব ও অভিনিষ্পত্তি এবং ফল কথন, তাহা অজ্ঞান নাশার্থ। ১।

দ্বিতীয়াধিকরণ।

মুক্তি ব্রহ্মের স্বরূপ কি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এইরূপ সন্দেহে কর্ম্মকর্ত্তৃ ভেদ কথন হেতু তাহা ভিন্ন, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার উত্তর এই যে সকল শ্রুতিতেই তাহা অভিন্নরূপে ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া উক্ত হওয়াতে অভিন্ন, তবে যে ভেদ কথন তাহা ঔপচারিক ভেদমাত্র। ২।

তৃতীয়াধিকরণ।

সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ উভয় ব্রহ্মের স্বরূপ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে অতএব মুক্তি অবস্থাতে ক্রমে তাহার উভয় প্রাপ্তি হয় কি এককালীন উভয় প্রাপ্তি হয় এইরূপ সন্দেহে উভয় বিরুদ্ধ হেতু কালভেদে উভয়ের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। ইহার উত্তর এই যে জ্ঞানী ও অজ্ঞানির দৃষ্টি ভেদে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষরূপ ব্যবস্থা সম্ভব হয়, সুতরাং এক কালীন উভয় প্রাপ্তি হওয়া অসম্ভব নহে, অতএব কাল ভেদে ক্রম কল্পনা অযুক্ত। ৩।
